আধুনিক সাহিত্য তত্ত্বের চিন্তা ভাবনায় সমাপ্তি বা উপসংহার বলে কিছু হয় না। কেননা আমরা, আজ যা বর্তমান বলে মনে করি কাল তা কালের প্রবাহে অতীত হয়ে যায়। তদ্রুব আজকে যা উপসংহার বলে লিখবো কালকের আবহিত চিন্তা ভাবনায় তা ভূমিকাও হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া আপাত ভাবে যাকে আমরা উপসংহার বলে মনে করি লালিত হতে থাকে আরও এক নতুন সূচনা। তাই সমাপ্তি বলে কিছু হয় না। আমরা শুধু একটা মুহুর্তে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখতে পারি কতটা পথ হাটা হল। বলতে পারি পথ চলার বিবরণ কতটা বর্ণিল এবং বাস্তব সত্যের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তাই উপসংহার মানে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। যা নতুন কোন গন্তব্যের দিকে পথের ইশারাকে স্পষ্ট করে।

মহাশ্বেতার বর্ণিত নারীরা ঘর এবং বাইরের যে পার্থক্য সেটা কখনই অনুভব করেনি। নারী পুরুষের যে বিভাজন রেখা তার বর্ণিত অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাও কখনো অঙ্কিত হয়নি। তাই তাঁর রচিত নারী চরিত্ররা পুরুষের তুলনায় কখনোই আলাদা হতে দেখা যায় না। পিছিয়ে থাকে না পুরুষের থেকে। তারা একই সঙ্গে রান্নাও করে, আবার অন্যায়ের প্রতিবাদে বিদ্রোহও করে। সমাজের জন্যও আন্দোলনে নেমে পরে পুরুষের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলে। আর এই চলার পথে যুদ্ধের যে মঞ্চ নির্মিত হয় সেখানেও তারা প্রত্যক্ষ লড়াই করার ক্ষমতা রাখে। জীবন যুদ্ধের এই মঞ্চ থেকে কখনো পালিয়ে যেতে দেখা যায় না মহাশ্বেতার গল্পের নারী চরিত্রদের। বরং উন্নত মস্তকে বীর যোদ্ধার মতো বিদ্রোহ ঘোষণা করে, লড়তে থাকে সমাজের সাংস্কৃতিক রাজনীতির বিরুদ্ধে, জমিদারী শাসন ব্যবস্থার অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বর্বরতার বিরুদ্ধে। নিজস্ব সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রমের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তি মর্যাদার অধিকার, অন্ন, জল, বাসস্থান, কর্মের সংস্থান এবং সর্বোপরি শ্রমের ন্যার্য মূল্য ও সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে সামিল হয় মহাশ্বেতার গল্পের নারী চরিত্ররা। তবে নারী হওয়ার সুবাদে সামাজিক নিগ্রহের যে বাস্তবতা তাদের অনিবার্য শর্ত হিসেবে মানতে হয়, মহাশ্বেতা সেগুলোর দিকে দিক নির্দেশ করেছেন। বাঁয়েন, ডাইনের

মতো কিছু প্রথা তুলে এনেছেন যা সামাজিকিকরণের দৃষ্টান্ত এবং বেশিভাগ ক্ষেত্রে নারীরাই তার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এতে নারীর সামাজিক অবস্থাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত, নারী যতদিন না তার প্রাপ্য মর্যাদা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, খুন, ধর্ষণ, নির্যাতনের হাত থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি হচ্ছে ততদিন সমাজ সভ্যতা কখনই নির্দিষ্ট লক্ষের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারবে না। এই বার্তাই বহন করে চলে মহাশ্বেতার নারী পুরুষ সংক্রান্ত সাম্যবাদী ভাবনা। সর্বোপরি এভাবেই বলা যায় যে, সভ্যতা যদি হয় বিহঙ্গের গতিশীল রূপ তবে তাকে গন্তব্যের শিখড়ে পৌঁছাতে তার দুটি ডানারই প্রয়োজন। আর এই দুটি ডানার একটি যদি হয় পুরুষ অন্যটি অবশ্যই হবে নারী। সুতরাং একটি ডানার মধ্যদিয়ে সভ্যতা কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। এই মূল বক্তব্যই মহাশ্বেতা তার গল্পে বিশদ করেছেন। শ্রেণি বিভাজনের জন্য যে বাস্তব সমাজ খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ তার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনাই মহাশ্বেতার অন্বিষ্ট।

গ্রন্থপঞ্জি